উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

জনকল্যাণে রাজস্ব

প্রেস বিজ্ঞপ্তিঃ ঢাকা, ২৩ আগস্ট ২০১৬ খ্রিঃ।

## 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করছে এনবিআরঃ কর পরিপালনকারী ব্যবসায়ীদের সাথে নিবিড় অংশীদারিত্বের মেলবন্ধ।

উন্নয়নে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ । সারা বিশ্বে বাংলাদেশ এখন 'রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। উন্নয়নের অক্সিজেন হলো রাজস্ব। রাজস্ব সংগ্রহে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উপর মানুষের প্রত্যাশা দিন দিন বাড়ছে। রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং মানুষের প্রত্যাশা পূরণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সমাজের সব স্তরের মানুষের সহযোগিতা নিয়ে কাজ করছে। বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড দেশের মোট কর রাজস্বের প্রায় ৯৫ শতাংশ, রাজস্ব সম্পদের প্রায় ৮৬ শতাংশ সংগ্রহের পাশাপাশি জাতীয় বাজেটের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দিয়ে থাকে। সম্মানিত করদাতাদের আধুনিক ও যুগোপযোগি সেবা দিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বদ্ধপরিকর।

করদাতাগণের প্রদত্ত রাজস্বই সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রধান চালিকাশক্তি। রাজস্ব সংগ্রহে অধিকতর গতিশীলতা আনয়ন এবং করদাতাবান্ধব পরিবেশ সৃজনে 'সুশাসন ও আধুনিক ব্যবস্থাপনা' (Good Governance and Modern Management) কাঠামোর আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড 'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন' নীতি অনুসরণ করছে। সম্মানিত করদাতাদের দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করছে । একটি রাজস্ব ও উন্নয়ন-বান্ধব পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও করদাতাগণ একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। করদাতাদের সমান আইনী সুবিধা প্রদান যেমনি রাজস্ব বোর্ডের দায়িত্ব, তেমনি যথাসময়ে সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব প্রদানও করদাতার দায়িত্ব। যথাযথ রাজস্ব পরিশোধ ও তা জনস্বার্থে সংগ্রহপূর্বক সরকারের রাজস্ব কোষাগারে জমাদান যথাক্রমে করদাতা প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রধান কাজ। জনকল্যাণে রাজস্ব সংগ্রহে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই দায়িত্ব সুচারুরূপে পরিপালনের ক্ষেত্রে সৎ ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ প্রণোদনা প্রদান এবং কর-খেলাপীদের বঞ্চিতকরণের নীতি অনুসরণ করছে।

বাংলাদেশের চলমান শিল্পায়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সরকার কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে ফ্রিজার, রেফ্রিজারেটর এবং এয়ারকন্ডিশনার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে এবং উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে আরোপণীয় সমুদয় মূল্য সংযোজন কর (মূসক বা ভ্যাট) অব্যাহতি প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের মেয়াদ ৩০ জুন, ২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকারের প্রদত্ত এ ধরণের সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের যথাযথ কর পরিপালন পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড । সে পরিপ্রেক্ষিতে আবেদনকারী সকল প্রতিষ্ঠান ও তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কর পরিপালন প্রতিবেদন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক সংগ্রহ করা হয়। ইতোপূর্বে তিনটি প্রতিষ্ঠান এ ধরণের অব্যাহতি সুবিধা ভোগ করে আসছিল।

প্রজ্ঞাপনের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণে নতুনভাবে উক্ত প্রজ্ঞাপনের সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে আবেদনকারী উল্লিখিত তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ মেসার্স ওয়ালটন হাই-টেক পার্ক লিমিটেড এর এ সংক্রান্ত কোন অনিষ্পন্ন বিষয়াদি পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ মেসার্স মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের কিছু অনিষ্পন্ন মামলা থাকলেও গত ০৮ আগস্ট ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে সরকারের পাওনা পরিশোধ করে। ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডও তাঁদের আবেদনটি তাৎক্ষণিকভাবে অনুমোদন করেছে, যা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অত্যন্ত স্বচ্ছ ও নৈর্ব্যক্তিক অবস্থান এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক।